দে কাকলি,
ভিষেক-বার্তা

কাছে এবং থেকে আমি লোকসভায় দলের নেতা।

দী

হড়পা বানে

পৃঃ ১-এর পর

উত্তরাখণ্ড জুড়ে। আজ দুপুর নাগাদ আচমকা মেঘভাঙা বৃষ্টিতে নদীতে হড়পা বান আসে। বিস্ফারিত জলরাশি আর কাদার স্রোত নিয়ে হরসিল এলাকার ক্ষীরগড়ের কাছে ক্ষীরগঙ্গা নদীটি জনপদে ঢুকে পড়ে। বেসরকারি সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, ওই এলাকায় অন্তত তিরিশটি হোটেল নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। ধারালীর ঘটনার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সুখী টপ এলাকায় আরও একটি হড়পা বান নেমেছে। ধারালী আর সুখী টপের দূরত্ব মাত্র কয়েক কিলোমিটার। তবে এখনও পর্যন্ত এখানে কোনও প্রাণহানির খবর মেলেনি। ধারালী থেকে মাত্র চার কিলোমিটার দূরে ছিল একটি সেনা ছাউনি। কাদার স্রোতে ভেসে গিয়েছে সেটি। অন্তত ১১ জন জওয়ান নিখোঁজ হন। পরে দু'জনকে উদ্ধারের খবর মিলেছে।

হিসাব বলছে, গত দশ বছরে হিমালয়ের এই অংশে হড়পা বান ও মেঘভাঙা বৃষ্টির পরিমাণ উল্লেখজনক ভাবে বেড়ে গিয়েছে। পরিবেশবিদদের অনেকের মতে, তার একটা কারণ যদি প্রকৃতির বদল হয়, অন্য কারণ হিসেবে অবশ্যই মানুষকে দায়ী করা যায়। এই সমস্ত দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় এমন কিছু নির্মাণকাজ হচ্ছে বা হয়েছে,

পিতৃতন্ত্র

পৃঃ ১-এর পর

সংগঠনের নেত্রী মাধুরী কৃষ্ণস্বামী। তাঁর মতে, মেয়েদের প্রতি হিংসা বৃদ্ধি সেই রোগের উপসর্গ।

উপসর্গ। রাজ্যে রাজ্যে পুলিশ-প্রশাসন-সমাজকর্মীদের বড় অংশ চিহ্নিত করছেন আরও দু'টি উপসর্গকে। নেশার রমরমা আর মোবাইল ফোন। মেয়েদের প্রতি গার্হস্থ্য হিংসাই হোক কিংবা যৌন নির্যাতন— নেশাসক্তির ভূমিকা উঠে আসে বারবার। অথচ সিকিম কিংবা গোয়ার মতো রাজ্যেও মদ্যপানের বহুল রেওয়াজ আছে। ধর্ষণের সংখ্যা সেখানে কিন্তু অনেক কম। সামাজিক সুস্থিতির অভাব যেখানে প্রবল, নেশার ভূমিকা সেখানেই দৈত্যাকার। ঠিক যেমন মোবাইল ফোন। মধ্যপ্রদেশের ডিজিপি কৈলাস মাকওয়ানা সম্প্রতি দাবি করেছেন, একা পুলিশের পক্ষে ধর্ষণ ঠেকানো সম্ভব নয়। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যত সহজে যে পরিমাণ পর্নোগ্রাফি হাতে হাতে পৌঁছচ্ছে এবং সেটা সমাজমনে যে প্রভাব ফেলছে, সেটা পুলিশের পক্ষে নিবারণ করা অসম্ভব। সমাজকর্মীরাও বলছেন— যে প্রযুক্তি যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব এনেছে, যে প্রযুক্তি সমাজমাধ্যমের সুবাদে

করার ইচ্ছা, একই মুদ্রার এ-পিঠ ও-পিঠ। অজিতার কথায়, "অসবর্ণ বিয়ের সংখ্যা কমছে। তফসিলি জাতিদের মধ্যেও মর্যাদার নামে খুন-খারাপি বাড়ছে। তামিলনাড়ুতে দেখছি, বামপন্থী-পেরিয়ারপন্থীদের প্রভাব ক্রমশ ক্ষীয়মাণ। মেয়েদের প্রতি হিংসার বাড়বৃদ্ধিকে এগুলোর থেকে আলাদা করে দেখা চলে না।" অজিতার সঙ্গে মিলে গেল ভোপালে গ্যাসদুর্গতদের অধিকার নিয়ে কাজ করে চলা রচনা ধিংড়ার বক্তব্য। রচনা বললেন, "কুড়ি বছর আগের ভোপালকে এখনকার সঙ্গে মেলাতে পারি না। যে ধরনের ধর্মীয় মেরুকরণ 'স্বাভাবিক' হয়ে পড়ল, সেটা আগে দেখিনি। হিন্দু হোক কি মুসলিম মহল্লা, ধর্মগুরুদের কথকতা লেগেই আছে। আর সকলেরই বক্তব্য এক— মেয়েদের কী করা উচিত, মেয়েদের কী না করা উচিত।"

এই রকম সামাজিক আবহে শুধু আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ধর্ষণের প্রতিরোধ সম্ভব? পরিবারের মধ্যে, বন্ধুবর্গের মধ্যে, পরিচিত বৃত্তের মধ্যে থেকেও মুহুর্মুহু আক্রমণ আসে— নিরাপদ বলয়ের ধারণাটাই অস্পষ্ট হয়ে যায়। সমাজের বিষ দূর করার তাগিদ তাই সমাজের ভিতর থেকে উঠে আসতে হবে বলে মনে করছেন সমাজকর্মীদের একাংশ। কিন্তু পাল্টা বয়ান তৈরির সেই সুযোগও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে। ভি

মেয়েদের আন্দোলন রাস্তার আন্দোলন থেকে কিছুটা সরে গিয়েছে। নির্ভয়া আন্দোলন তাকে আবার রাস্তায় ফিরিয়ে দেয়। সেই আন্দোলনেরই ফসল ছিল বর্মা কমিটির রিপোর্ট এবং ধর্ষণ সংক্রান্ত আইন বদল।"

আর মন বদল? অজিতা বললেন, রাজনৈতিক সদিচ্ছা না থাকলে লিঙ্গচেতনা কখনও তৃণমূল স্তরে পৌঁছবে না। শুনে মনে পড়ে গেল মধ্যপ্রদেশের সমাজকর্মী প্রার্থনা শর্মার জিজ্ঞাসা, "প্রত্যন্ত গ্রামে আশা কর্মী পৌঁছতে পারেন, লাডলি বহেনার টাকা পৌঁছতে পারে, মিড ডে মিল পৌঁছতে পারে। হিংসার ঘটনা ঘটলে মেয়েরা কোথায় কী কী সাহায্য পেতে পারেন, সেই তথ্য পৌঁছয় না কেন?" মন বদলাতে হলে বুনিয়াদি স্তর থেকেই তা শুরু হওয়া প্রয়োজন। মল্লারিকা বললেন, "ছোটদের তো শেখানো হয়, আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে। মেয়েদের নির্যাতন করার ফলও যে ততটাই ক্ষতিকারক হতে পারে, এই বোধটা শৈশব থেকে তৈরি হওয়া দরকার।"

যত দিন তা না হচ্ছে, ধর্ষকের চারণভূমিই আমার দেশ। (শেষ)

নো টি স

এতদ্দ্বারা নোটিস দেওয়া হইতেছে যে, অশোক কুমার বোথরা, পিতা প্রয়াত Chhattrapati Bothra ওরফে

৩০ জুন ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

	বিবরণ	এককভাবে: ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ৩ মাস (অনিরীক্ষিত) কোটি টাকায়	এককভাবে: ৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছর (নিরীক্ষিত) কোটি টাকায়	এককভাবে: ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ৩ মাস (অনিরীক্ষিত) কোটি টাকায়	একীকৃত: ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ৩ মাস (অনিরীক্ষিত) কোটি টাকায়	একীকৃত: ৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছর (নিরীক্ষিত) কোটি টাকায়	একীকৃত: ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ৩ মাস (অনিরীক্ষিত) কোটি টাকায়
১.	মোট আয়	৪,৫২৭.৯৭	১৬,৬৮৪.২৭	৪,৩২৬.৯১	৪,৭২২.৬৯	১৭,৩৫০.৬৫	৪,৪৫২.০৪
২.	ব্যতিক্রমী দফা এবং কর পূর্ববর্তী লাভ	৪২৯.৭০	১,৪৪১.৪৮	৩৭৪.০৫	৩৮৪.৯১	১,১৭৫.৯৬	৩১৬.০৫
৩.	কর পূর্ববর্তী লাভ	৪২৯.৭০	১,৪৪১.৪৮	৩৭৪.০৫	৩৮৪.৯১	১,১৭৫.৯৬	৩১৬.০৫
৪.	কর পরবর্তী লাভ মেয়াদের জন্য	৩২০.৪৫	১,০৭৬.৯৩	২৭৯.৫৭	২৭৪.৫৮	৮০০.৫০	২২০.৭৫
৫.	করারোপন এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থ হিসাব করার পর লাভ	৩২০.৪৫	১,০৭৬.৯৩	২৭৯.৫৭	২৭২.৯৯	৭৯৫.০২	২২০.০৬
৬.	মেয়াদের জন্য মোট সামগ্রিক আয় [ওই সময়ের মধ্যে লাভের সমন্বয় (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (কর পরবর্তী)]	১,২৮২.৪৩	১,৪৭৫.১০	(১৬.৮৭)	১,২৪১.৩৭	১,২০২.৬২	(৭৬.৪৬)
৭.	প্রদত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির জন্য ১ টাকা ফেস ভ্যালু)	৮৫.০০	৮৫.০০	৮৫.০০	৮৫.০০	৮৫.০০	৮৫.০০
৮.	অন্যান্য ইক্যুইটি	১৪,৩৫৭.৩৪ *	১৪,৩৫৭.৩৪ *	১৩,০৫২.২৪ **	১৩,৮২৮.৪৮ *	১৩,৮২৮.৪৮ *	১২,৮০১.৩৪ **
৯.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রাথমিক এবং মিশ্রিত)	৩.৭৭ টাকা #	১২.৬৭ টাকা	৩.২৯ টাকা #	৩.২১ টাকা #	৯.৩৫ টাকা	২.৫৯ টাকা #

* ৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখ মতো।
** ৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখ মতো।
\# বার্ষিকীকৃত নয়।

দ্রষ্টব্য :
১. সেবি (লিস্টিং অবলিগেসন্‌স অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বয়ানের সারাংশ হল উপরোক্ত ফলাফল। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বয়ান স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইটে (www.bseindia.com এবং www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.exideindustries.com-এ পাওয়া যাবে। এই একই জিনিস নীচে দেওয়া কিউআর কোড স্ক্যান করে পাওয়া যাবে।

বোর্ড-এর আদেশানুসারে

মুম্বই
অগস্ট ০৫, ২০২৫

অভীক কুমার রায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার
DIN : 08456036

EXIDE
এক্সাইড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN: L31402WB1947PLC014919
এক্সাইড হাউস, ৫৯ই চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা – ৭০০ ০২০ | www.exideindustries.com, e-mail : exideindustrieslimited@exide.co.in